দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 19 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফুলছড়ি উপজেলা

# তেতাল্লিশ প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের তোড়জোড়

খায়রুল ইসলাম, গাইবান্ধা ●

ছাত্র নেই; যাতায়াতের পথ নেই; বিদ্যালয়ের দৃশ্যমান কোনো জমিও নেই; খোলা মাঠের মধ্যে রাতারাতি টিনের ঘর তুলে দেখানো হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। রাতের আঁধারে এসব ঘর তুলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফুলছড়ি উপজেলার এ রকম অন্তত ৪৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের তোড়জোড় চলছে। অভিযোগে জানা যায়, কিছু কিছু বিদ্যালয়ের ভাঙ্গাচোরা ঘরও নেই। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা না হলেও মাত্র কয়েক মাস আগে ঘর তুলে ২০১০ সাল অথবা তারও আগে প্রতিষ্ঠা দেখিয়ে ফুলছড়ি উপজেলায় অন্তত ৬০টি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব এখন কাগজে-কলমে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, উপজেলার নিভৃত পল্লি এলাকায় রাতারাতি এসব প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য করে জাতীয়করণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। কতিপয় শিক্ষক, রাজনৈতিক দলের স্থানীয় প্রভাবশালী কতিপয় নেতা এবং প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তার যোগসাজশেই এ তৎপরতা চালানো হচ্ছে। শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১০ সাল থেকে বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে মর্মে ২০১৫ সালে তিন দফায় ২৭টি এবং ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে আরও ১৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন রিপোর্ট প্রদান করে জাতীয়করণের জন্য প্রস্তাবনা পাঠায় উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় যাচাই-বাছাই কমিটি। পরবর্তীতে জেলা কমিটি সেসব বিদ্যালয়ের তালিকা পর্যালোচনা শেষে মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠায়। এর মধ্যে উপজেলার উদাখালি কানিপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর মাছের ভিটা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব ডাকাতিয়া খেলিপড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নীলকুঠি আদর্শ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সর্দারপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর ঝাপঝাপিয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর মণ্ডলপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর জিগাবাড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রোজার ভিটা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাইয়াপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ইত্যাদি বিদ্যালয়ের নাম পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে ফুলছড়ি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুলাহিশ শাফী জানান, ২০১৫ সালে ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া গত আগস্ট মাসে নতুন আরও ১৬টি স্কুলের পরিদর্শন প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। ইতোপূর্বে এ উপজেলার ৫৬টি রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১১টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই ধাপে জাতীয়করণ করা হয়।